بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি ঐশী সমর্থনের প্রতিফলন
কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনার স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৬ মে, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

যখন আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের সময় হয়ে এসেছে, তখন তিনি তাঁর জামাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

"আল্লাহ্ তাআলা দু'ধরনের 'কুদরতের' (বা ক্ষমতার) স্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন। প্রথমত, স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তিনি নিজ ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এমন এক সময়ে, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী দেখা দেয় আর শত্রুপক্ষ মাথাচাড়া দেয় আর মনে করে এবার (নবীর) সকল কর্মকাণ্ড ভেস্তে যাবে আর এ জামা'ত এখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে তারা নিশ্চিত হয়ে যায়। জামা'তের সদস্যরাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে আর কিছু সংখ্যক হতভাগা মুরতাদ হবার পথ বেছে নেয়। খোদা তাআলা তখন দ্বিতীয়বার নিজের মহাকুদরত বা ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। অতএব, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে, তারা খোদা তাআলার এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। যেমনটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)'র সময় হয়েছিল, যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল-মৃত্যু বলে মনে করা হয়েছিল আর বহু অজ্ঞ মরুবাসী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীগণও শোকে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তাআলা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে পুনরায় নিজ ক্ষমতার স্বরূপ প্রদর্শন করেন। এভাবে তিনি বিলুপ্তপ্রায় ইসলামকে রক্ষা করেন এবং তিনি وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করে দেখান। অর্থাৎ "ভয়-ভীতির পর আমরা তাদেরকে আবার দৃঢ়তা দান করব (সূরা আন্ নূর : ৫৬)"।

এমনটা হযরত মূসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিল যখন তিনি মিশর ও কেনানের পথে ইসরাঈলীয়দেরকে তাদের প্রতিশ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তখন বনী ইসরাঈলদের মধ্যে শোক

ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা চল্লিশ দিন ধরে কাঁদতে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: **"তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত (আল্লাহ্ তাআলার অপার ক্ষমতার দ্বিতীয় বিকাশ) দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেমনটি 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।"**

সেইমতো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র হাতে জামা'তকে ঐক্যবদ্ধ করেন। যদিও জামা'তের কতিপয় সদস্য চেয়েছিল সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হাতে জামা'তের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হোক, কিন্তু তিনি নিজ হাতে সেই নৈরাজ্যের মূলোৎপাটন করেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তখন জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ মুনাফিকরা জামা'তের ভেতর মতবিরোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ খলীফার হাতে মু'মিনদের জামা'তকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং বিরোধীরা ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র যুগের সূচনা হয় আর এরপর আল্লাহ্ তাআলা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'কে মনোনীত করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার পরম বিনয়ের সাথে বলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী জামা'তকে উত্তোরত্তর উন্নতি দান করে চলেছেন। শত্রুরা বিভেদ সৃষ্টির জন্য অসংখ্য অপচেষ্টা চালায়, আহমদীদের শহীদ করা হয়, পার্থিব প্রলোভন দেয়া হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সারা বিশ্বে আহমদীদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে থাকেন।

খিলাফতের সাথে আহমদীদের যে এই গভীর আন্তরিক সম্পর্ক, তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করতে পারেন। জামা'তের সদস্যদের খিলাফতের সাথে এবং যুগ খলীফার জামা'তের সাথে এমন নিবিড় ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। আমি বিশ্বের যে দেশেই যাই, এই দৃশ্য প্রতিটা জায়গায় দেখা যায়, এবং এগুলো শুধু কথার কথা নয়, এখন ক্যামেরার চোখও সেগুলোকে ধরে রাখে। এমটিএ এই দৃশ্যগুলি দেখাতে থাকে এবং সেগুলো দেখে এমনকি বিরোধীরাও বলতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ্ তাআলার বাস্তব সাক্ষ্য আপনাদের সাথে বিদ্যমান এবং তারপর আমার কাছে প্রতিদিন শত শত চিঠিপত্র আসে যাতে খিলাফতের প্রতি মানুষের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন আমি আল্লাহ্ তাআলা কীভাবে মানুষকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং কেমন করে তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেন তার কিছু দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি।

তানজানিয়ার একজন মোয়াল্লেম লিখেছেন যে একদিন ফজরের নামাজের পরে, তিনি মসজিদের সিঁড়িতে একজন মহিলাকে দেখেছিলেন যিনি বলেছিলেন যে তিনি দোয়া করাতে এসেছেন, যেমনটি অ-আহমদীদের মাঝে 'দম-দুরূদ' ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। যাইহোক, আমরা তাকে জামা'তীয় শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করি এবং তার জন্য দোয়াও করাই। মহিলাটি বলেছিলেন যে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে একজন লম্বা দাড়িওয়ালা পুরুষ তাকে ইসলাম শেখাচ্ছিলেন। তখন তাকে আহমদিয়া জামাতের বিষয়ে বলা হয় এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং খলীফাগণের ছবি দেখানো হয়। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে বললেন, এই বুজুর্গ আমার স্বপ্নে এসেছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার একটি এলাকার অধিবাসী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের জামা'তের সাথে সম্পর্ক ছিল। আমাদের মুরুব্বী সাহেবের সাথে চলাফেরার কারণে বিরোধীরা তার প্রতি অপবাদ আরোপ করতে থাকে এমনকি তাকে

নিজেদের মসজিদে যেতেও বারণ করে। এরপর তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি এমন এক চুল্লিতে আটকে গেছেন যা তাকে ধ্বংস করে দেবে। পরবর্তীতে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে বলেন, এই ব্যক্তিই আমাকে সেই চুল্লি থেকে উদ্ধার করেছেন। তার পুত্রও স্বপ্নে দেখেছিল, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে এবং আমার (খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেসের) ছবি দেখে সে বলে, এই লোকেরাই উদ্ধার করেছিলেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ সাহেব সপরিবারে বয়আত গ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মালীর একজন ভদ্রমহিলা, আহমদী হওয়ার পূর্বে স্বপ্নে দু'টি আওয়াজ শুনতেন। একটি কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আরেকটি সেখানকার মোয়াল্লেম সাহেবের তবলীগের আওয়াজ। হুযূর বলেন, জামাতের রেডিওতে আমার বিভিন্ন খুতবা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান শোনার পর তিনি বলেন, এই আওয়াজটিই আমি শুনতাম। এরপর তিনি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করেন।

ক্যামেরুনের এক যুবক আব্দুর রহমান বীলানে বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে দু'জন বুযূর্গকে দেখেছিলাম। সম্প্রতি আমি বাজারে এক যুবককে জামা'তের পরিচিতিমূলক লিফলেট বিতরণ করতে দেখি। যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখতে পাই যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর আমি জামা'তের সাথে যোগাযোগ করি, জামা'তের পুস্তকাদি পড়ি। এভাবে আরেকটি ছবি দেখি যা বর্তমান খলীফার ছবি ছিল, যিনি আমাকে স্বপ্নে নামায পড়ানোর জন্য বলেছিলেন। এর কয়েকদিন পর আমার এলাকার গ্রাম প্রধান মারা গেলে লোকেরা আমাকে গ্রাম প্রধান বানায়। তিনি বলেন, এসব কল্যাণ আমি আহমদীয়া জামা'তে যোগদানের কল্যাণে লাভ করেছি।

গিনি বসাউ এর একজন মহিলার দু'সন্তান আহমদী হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আহমদী হননি। কেননা তার বড় ভাই জামাতের বিরোধী ছিলেন এবং তাদের সংসার পরিচালনা করতেন। তিনি তাদেরকে সাবধান করে বলেন, আহমদীয়াত পরিত্যাগ না করলে তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার সন্তানেরা বলেন, আল্লাহ্ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করব না। দু'দিন পর একজন সাদা দাড়িওয়ালা তাকে স্বপ্নে আশ্বস্ত করেন যে, চিন্তা কোরো না! তোমার সন্তানেরা সবার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। তিনি পরদিন সকালেই মুরুব্বী সাহেবের কাছে যান এবং আমার (খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেসের) ছবি দেখে বলেন, ইনিই সেই বুযূর্গ যাকে আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি। এরপর তিনি বয়আত করে জামা'তে যোগদান করেন।

কেনিয়ার একটি এলাকা 'ভাটি' ছিল খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ। একদিন সেখানকার মুহম্মদ আবদি নামে এক ব্যক্তি, যার জামা'ত বিরোধী মনোভাব ছিল, তিনি আমাদের কেন্দ্রে নামায পড়তে আসেন, জামা'তের সাথে তার পরিচয় হয়। পরে একদিন তিনি যখন মোয়াল্লেম সাহেবের বাসায় আসেন, তখন এমটিএ-তে আমার খুতবা চলছিল। খুতবা শেষে তিনি বয়াত নিতে বলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, গতরাতে আমি যখন চোখ খুললাম, উঠানে গিয়ে আকাশে একটি উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পেলাম, যা আমার উপর গভীর প্রভাব ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এই খুতবা দেখার পর আমার রাতের চিত্র সম্পূর্ণ হয়। এরপর তিনি পুরো পরিবার নিয়ে জামা'তে প্রবেশ করলেন।

সিয়েরা লিওনের ইব্রাহীম নামে এক ভদ্রলোক এমটিএ'তে আমার খুতবা শুনে জনসাধারণের মাঝে বলতে থাকে, মৌলভীদের নির্দেশনা ভুল। আমি নিজে শুনেছি যে, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম খুতবায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তাদের কলেমাও সেটিই যা আমরা পড়ে থাকি। তাই আহমদীয়া জামা'ত মিথ্যা হতে পারে না আর এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

কঙ্গো কিনশাসার একজন ব্যক্তি, আহমদ সাহেব, তাঁর আট জনের পরিবারের সাথে বয়াত গ্রহণ

করেছিলেন এবং প্রচারও শুরু করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ ৬২ জন আহমদী হয়েছিলেন। যুগ খলীফা ও খিলাফত ব্যবস্থাপনাই তাঁর আহমদী হওয়ার প্রধান কারণ ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর প্রচারের ফলে জামা'ত অনেক বিস্তার লাভ করে।

কঙ্গো-কিনশাসার আমীর সাহেব লেখেন, কঙ্গোতে জামা'তের রেডিও স্টেশন ছাড়াও ২৩টি বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে নিয়মিত জামা'তের তরবিয়তী ও তবলিগী অনুষ্ঠান এবং জুমুআর খুতবা সম্প্রচারিত হয়। একজন স্থানীয় খ্রিষ্টান ডাক্তার বলেন, আমি নিয়মিত খুতবা শুনে থাকি আর আমার অনুরোধ হলো, স্থানীয় ভাষায় এর অনুবাদ করুন যেন বেশিরভাগ মানুষ এথেকে উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা এভাবে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন।

হুজুর আনোয়ার ত্রিনিদাদ, কিরগিজস্তান, প্যারাগুয়ে এবং বাংলাদেশেরও ঘটনাবলী বর্ণনা করে বলেন, এক সময় তাদের হৃদয়ও উন্মুক্ত হবে এবং তারাও আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। খেলাফতের কল্যানরাজি অব্যাহত থাকবে।

এসব ঘটনা আহমদীয়া খিলাফতের পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মানবজাতিকে এক উম্মত বানানোর যে মিশন ছিল তার সত্যতার প্রমাণ। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সত্ত্বেও কেবলমাত্র খিলাফতে আহমদীয়াই পৃথিবীতে ইসলামের উন্নতি ও তবলীগের কাজ করে যাচ্ছে, যা আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষ্যের এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)- এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত অর্থাৎ নবুয়্যতের ধারায় প্রবর্তিত খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে আর কোনো শত্রু এর কেশাগ্রও বাঁকা করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। কাজেই, আমাদেরকে নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নিজেদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হবে এবং এজন্য কোনো ধরনের কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করা চলবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
26 May 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in